কোটচাঁদপুরে মিথ্যা মামলা ও সংবাদের প্রতিবাদে ভুক্তভোগীদের সংবাদ সম্মেলন

জমিজমা নিয়ে দীর্ঘদিনের গোলযোগ চলছিল ভাইয়ে ভাইয়ে। সম্প্রতি ওই বিষয় নিয়ে হাতাহাতি ও ধাক্কাধাক্কির সময় হাত কেটে যায় সামাদের। বিষয়টি নিয়ে থানায় মামলা করেছেন সে,পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সংবাদও।

এর প্রতিবাদে শনিবার সকালে কোটচাঁদপুর রিপোটার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন আরেক ভাই আব্দুস সাত্তার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, সাত্তারের ছেলে জাহিদ হোসেন ও ভাইপো কামাল হোসেন ।

সংবাদ সম্মেলন লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সাবেক ইউপি সদস্য আব্দুস সাত্তার। তিনি বলেন,কোটচাঁদপুর উপজেলার সিঙ্গিয়া গ্রাম। এ গ্রামের ৪০ নাম্বার সিঙ্গিয়া মৌজার, ২৩০ নাম্বার দাগের,৭৯০ খতিয়ানের ৯৪ শতক জমির মধ্যে ১১ শতক জমি নিয়ে এ গোলযোগ আব্দুস সামাদের সঙ্গে। দীর্ঘদিন ধরে চলছে এ বিরোধ উভয়ের মধ্যে। বিষয়টি নিয়ে মিমাংশার চেষ্টাও করেছেন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও থানা সংশ্লিষ্টরা। এছাড়া উভয় পক্ষ আদালতে বেশ কয়েক মামলাও করা হয়। এরমধ্যে সবকয়টির রায়ও আমার পক্ষে। এরপরও তারা জমি দখল না দিয়ে, বিভিন্ন তাল বাহানা করে চলেছে।

এর ধারাবাহিকতায় গেল ৪ -১১-২২ তারিখে ওই বিবাদোমান জমিতে দখল নিতে বিভিন্ন রকম কাজ কর্ম করার চেষ্টা করে। এ সময় তাতে বাধা দিলে উভয়ের মধ্যে হাতাহাতি ও ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে। ওই সময় তাঁর হাতে থাকা ধারাল দায়ে হাত কেটে যায়। সামাদ ওই ঘটনাটি পুজি করে মিথ্যা মামলা করেছেন থানায়। এ ছাড়া মামলায় জিততে সাংবাদিকদের কাছে মিথ্যা তথ্য দিয়ে পত্রিকায় সংবাদও প্রকাশ করিয়েছেন। ওই সংবাদে বলা হয়েছে, আমি তাকে দা দিয়ে কুপিয়ে আহত করেছি। যা আদোও সত্য না।

আমি ওঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। সাথে সাথে পত্রিকায় যে মিথ্যা, ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশ করিয়েছেন,তাঁর প্রতিবাদ জানাচ্ছি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে। এ ছাড়া সুষ্ট তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের আশুহস্তক্ষেপ কামনা

চুয়াডাঙ্গায় ট্রাক চাপাই যুবক নিহত

চুয়াডাঙ্গা শহরের রেলবাজারে ট্রাক চাপাই রেজোয়ান মালিক নামের এক যুবক নিহত হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা শহরের রেলবাজারে বিকাল চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা রেল গেট সংলগ্ন এই দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, চুয়াডাঙ্গা শহরের পুরাতন স্টেডিয়াম পাড়ার সালাউদ্দিন মালিকের ছেলে রেজোয়ান মালিক পলিটেকনিক স্কুলে পড়ত। ঘটনার সময় ব্যাটারিচালিত মোটরসাইকেল নিয়ে রেজোয়ান বাড়ি থেকে বের হয়। রেলবাজারে পৌছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক তাকে চাপা দেয়। ট্রাকটি তার মাথার উপর দিয়ে চলে যায়।ট্রাক মাথার উপর দিয়ে যাওয়ার কারণে তারা দেহ ও মাথা আলাদা হয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলে রেজোয়ান মারা যান।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুর রহমান জানান, চালকসহ ট্রাকটিকে আটক করা হয়েছে। নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে সদর হাসপাতাল মর্গে নেয়া হয়েছে।

গাংনীর কাথুলীতে তুচ্ছ ঘটনায় চার পরিবারের বিরুদ্ধে মামলা

গাংনীর কাথুলী গ্রামের মধ্য পাড়ায় ছাগলে একটি গাছ খাওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ অগ্নীসংযোগ ও শ্লীলতা হানীর ঘটনায় চারটি পরিবারের মধ্যে চলছে নানা উত্তেজনা ও মামলাবাজি। চারটি পরিবার দফায় দফায় একে অপরের বিরুদ্ধে মোট সাতটি মামলা করেছে। রয়েছে

একটি জিডির ঘটনা। গ্রাম্য প্রতিহিংসায় মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দফায় দফায় হয়রানী করা হচ্ছে এমন দাবী তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভোগী আব্দুল মজিদ। শনিবার সকালে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য দেন আব্দুল মজিদ।

পরিবার চারটি সকলেই নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করলেও পুলিশ বলছে, মামলাটি তদন্তে একটি পরিবারকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর খেলায় মেতেছে অন্য দুটি পরিবার। তাছাড়া আরো একটি মামলা তদন্ত করা হচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে জানায়, গ্রামের আব্দুল মজিদের বাড়ির পাশে লাগানো ধুন্দুল গাছ খেয়ে ফেলে প্রতিবেশী আমিরুলের স্ত্রী মেমেজানের ছাগলে। এ নিয়ে উভয় পরিবারের মধ্যে ঝগড়া ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে আমিরুল ইসলাম বাদি হয়ে আব্দুল মজিদের ভাই আব্দুর রহমান ওরফে খোকনের নামে মামলা করেন মেহেরপুর আদালতে। ওই মামলার ইন্ধন দাতা প্রতিবেশী হাফিজুল ও তার স্ত্রী মেমেজান। এ নিয়ে চারটি পরিবারের মধ্যে মামলা ও জিডির ঘটনা ঘটেছে সাতটি।

সর্বশেষ গত বুধবার মধ্যরাতে হাফিজুলের বাড়ির পাশে রক্ষিত পাটকাঠির গাঁদায় আগুন লাগে। এতে হাফিজুলের পাঠকাঠির সাথে মজিদের দোকান ঘর পুড়ে যায়। আব্দুল মজিদকে আবারো মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর জন্য নিজের পাটকাঠির গাদায় নিজে আগুন লাগিয়ে হৈচৈ শুরু করে হাফিজুল ও তার স্ত্রী মোমেজান। পরে স্থানীয়রা ছ’টেগিয়ে পানি ঢেলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এঘটনায় আবারো আব্দুল মজিদের বিরুদ্ধে মামলার হুমিকি দিচ্ছে হাফিজুল ইসলাম। আবারো নতুন মামলার ভয়ে আতংকিত আব্দুল মজিদ ও তার পরিবারের লোকজন।
এ নিয়েও উভয় পক্ষের মধ্যে চলছে উত্তেজনা। যে কোন সময় বড় ধরনের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশংকা করছেন স্থানীয়রা।

আব্দুল মজিদ জানান, তার বাড়ির পাশের ধুন্দল গাছ খেয়ে ফেলে প্রতিবেশী আমিরুলের স্ত্রী মেমেজানের ছাগলে। এ নিয়ে উভয় পরিবারের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এরই জের ধরে মেমেজান বাদী হয়ে তার ভাই আব্দুর রহমান ওরফে খোকনকে বিবাদী করে মোকাম বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল মেহেরপুরে একটি মামলা করেন। যার নম্বর-১০৯/২০২২, তাং ০৫/০৭/২২ ইং। মামলায় দাবী করা হয়, মেমেজানকে ধর্ষন করার চেষ্টা করা হয়। একই দিনে মেমেজানের স্বামী আমিরুল ইসলাম আরো একটি মামলা করেন। ওই মামলার এজাহারে দাবী করা হয়, তার স্ত্রীকে মারধর করে শ্লীলতা হানীর পাশাপাশি আব্দুল মজিদ ও তার

লোকজন মেমেজানকে ব্যাপক মারপিট করে হত্যার চেষ্টা চালায়।

বিজ্ঞ আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে গাংনী থানা পুলিশকে তদন্ত দিলে পুলিশ ধর্ষনের চেষ্টা ও মারপিটের কোন ঘটনা ঘটে নাই বলে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেন। এতে না রাজি দেন মেমেজান। পরে মামলাটির তদন্ত দেয়া হয় পিবিআইকে। পিবিআই এর তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই ইমরান হোসেন ঘটনার তদন্ত সাপেক্ষে প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে শ্লীলতা হানী ও মারপিটের ঘটনা মিথ্যা বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন।

এদিকে আমিরুল ইসলাম ও তার স্ত্রীর মামলায় উস্কানী ও ইন্ধন দাতা হিসেবে সন্দেহ করে প্রতিবেশী হাফিজুল ইসলাম ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে গাংনী থানায় একটি জিডি করেন আব্দুল মজিদ। এ ঘটনায় গাংনী থানা পুলিশ চার পরিবারকে থানায় হাজির হবার জন্য নোটিশ প্রদান করলে আবারো উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এ ঘটনায় হাফিজুলের স্ত্রী মেমেজান ০২ নভেম্বর বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আব্দুল মজিদসহ পাঁচজনকে আসামী করা হয়। আসামী থেকে বাদ পড়েনি বাবার বাড়িতে বেড়াতে আসা মজিদের মেয়ে জোসনা খাতুন।

মামলায় বাদীকে মারপিট শ্লীলতাহানী ও তার গায়ের গহনা লুট করার অভিযোগ করা হয়। মামলাটি গাংনী থানায় তদন্তাধীন। মামলাটি সম্পুর্ণ মিথ্যা বলে দাবী করেছেন আব্দুল মজিদ ও তার লোকজন।

গ্রামবাসীরাও হাফিজুলের অত্যাচারে অতিষ্ট রয়েছে। হাফিজুলের মামলার ভয়ে কেউ মুখ খুলতে সাহস পাইনা। সংবাদ সম্মেলনে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি,এলাকাবাসী ও ভুক্তভোগী পরিবারের লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

বাদী হাফিজুল ইসলামের স্ত্রী মেমেজান জানান, ১২ বছর আগে জমি জমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে মামলা চলছিল। এরই জের ধরে ও প্রতিবেশীদের মামলার ইন্ধন দাতা হিসেবে সন্দেহ করে তার শ্লীলতা হানী মারপিট ও গহনা ছিন্তাই করা হয়েছে। পরে আমার ৬ বিঘা জমির পাটকাঠি পুড়িয়ে দেয়ার অভিযোগ করেন হাফিজুল ইসলাম।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, মামলা পাল্টা পাল্টি মামলার ঘটনাটি তদন্ত করা হচ্ছে। প্রকৃত ঘটনার প্রতিবেদন আদালতে পেশ করা হবে।

গাংনীর আলোচিত রফিজুলকে দুই সহযোগীসহ গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ

গাংনী উপজেলার বাহাগুন্দা গ্রামের বহুল আলোচিত রফিজুল ইসলাম ওরফে লাল মিয়া দুই সহযোগীসহ কুষ্টিয়ার ভেড়ামারাতে জাল ডলারের কারবার করতে গিয়ে গণপিটুনির স্বীকার হয়েছেন।
পরে পুলিশ জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে পুলিশ আইনের ৩৪ ধারায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করেছে। ভেড়ামারা থানার সেকেন্ড অফিসার প্রতাপ রায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

অপর দুই সহযোগীরা হলেন গাংনী উপজেলার বাহাগুন্দা গ্রামের আসাদুল ইসলামের ছেলে শরীফুল ইসলাম ও কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার সংগ্রামপুর গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে বিচ্ছাদ আলী। ভেড়ামারা থানার সেকেন্ড অফিসার প্রতাপ রায় বলেন, ভেড়ামারা রেল স্টেশনের পাশে অভিযুক্ত তিনজন জাল ডলারের কারবার নিয়ে স্থানীয় কিছু মানুষের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। এক সময় তাদের গণধোলায় দেয়। এসময় স্থানীয়দের দেওয়া খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে ওই তিনজনকে উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়। তাদের বিরুদ্ধে মামলার কোনো বাদি না পাওয়ায় পুলিশ আইনের ৩৪ ধারায় মামলা দেওয়া হয়। যার মামলা নং ৭০/২২, তারিখ ১১/১১/২০২২ ইং।
ভেড়ামাড়া রেললাইন পাড়া এলাকার সাবুর আলী ও রহমত আলী বলেন, ওই তিনজন এলাকায় জাল ডলার পাচারের একটি চক্র গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। স্থানীয় মানুষজন তাদের সন্দেহ করে। পরে ধরে গণধোলায় দিয়ে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ তাদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়।
জানা গেছে, রফিজুল ইসলামের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, মোটরসাইকেল ছিনতাই, মারামারীসহ একাধিক অভিযোগে ৬ টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। সে নিজেকে কখনো কখনো সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে বেড়াতো।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুর সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ২ গ্রাম হেরোইনসহ বকুল হোসেন (২৫) নামের এক মাদক ব্যবসায়ী আটক হয়েছে।
আটক বকুল হোসেন মেহেরপুর সদর উপজেলার সীমান্তবর্তি ঝাঁঝাঁ গ্রামের আবুল শেখের ছেলে।
আজ শুক্রবার (১১ নভেম্বর) বিকাল ৪ টার দিকে বাজিতপুর বিওপি কমান্ডার হাবিলদার শাহিনের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টহল দল গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে হেরোইনসহ বকুলকে আটক করেন।
বাজিতপুর বিওপি কমান্ডার হাবিলদার শাহিন বলেন, মাদক পাচার হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্ত্বিতে ঝাঁঝাঁ গ্রামে অভিযান চালানো হয়। মাদক ব্যবসায়ী বকুল সেখান দিয়ে যাওয়ার বিজিবি সদস্যরা তাকে চ্যালেঞ্জ করেন। পরে তার শরীর থেকে হেরোইন উদ্ধার হয়।
এঘটনায় বিজিবির পক্ষ থেকে মেহেরপুর সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আসামি সোপর্দ করা হয়েছে।

পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত

অবকাঠামো বিভাগের সদস্য (সচিব) এর মুজিবনগর পরিদর্শন

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সদস্য (সচিব) সত্যজিত কর্মকার বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী মুক্তিযুদ্ধের সূতিকাগার ঐতিহাসিক মুজিবনগর পরিদর্শন করেছেন।
আজ শুক্রবার (১১ নভেমম্বর) সকালে সত্যজিৎ কর্মকার মুজিবনগরে পৌছালে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।
সচিব সত্যজিৎ সরকার কর্মকার মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।
তিনি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্বলিত বিভিন্ন স্থাপনা ঘুরে দেখেন এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন, সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মনজুরুল

আলম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেল।
মুজিবনগর পরিদর্শন শেষে তিনি মেহেরপুর হয়ে কুষ্টিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

মেহেরপুর হাসপাতালের তত্বাবধায়কের কোয়ার্টারে চুরির ঘটনায় ২ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়কের কোয়ার্টারে চুরির মামলার ২ আসামি গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

এরা হলেন মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার শাহাদৎ হোসেন শাধুর ছেলে চঞ্চল হোসেন (৩৫) ও ৭ নং ওয়ার্ডের মিয়াপাড়া এলাকার মৃত আব্দুল্লাহর ছেলে মিকাইল হোসেন (২৮)। সদর থানা পুলিশের পৃথক টিম বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে অভিযান চালিয়ে এই দুই জনকে গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, গ্রেফতারকৃত এই দুজনকে আজ শুক্রবার (১১ নভেম্বর) দুপুরের দিকে মেহেরপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৯ নভেম্বর দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত কোনো এক সময় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল চত্তরের কোয়ার্টার এলাকায় তত্বাবধায়ক জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তারের কোয়ার্টারের দরজার হাতল ভেঙ্গে চুরির ঘটনা ঘটে। এঘটনায় হাসপাতালের এক কর্মচারী বাদী হয়ে অজ্ঞাত চোরের নামে ৩৮০/৪৫৪ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ১০. তারিখ ১০/১১/২০২২ ইং।

এদিকে, সদর থানা পুলিশের অপর একটি অভিযানে মোটরসাইকেল চুরির মামলার আসামি সাগর আলী (৪৪) কে গ্রেফতার করেছেন। সাগর আলী সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে। তার নামে মোটরসাইকেল চুরির অভিযোগ ৩৭৯ ধারায় একটি মামলা রয়েছে। মামলা নং ১৪।

গ্রেফতারকৃত সাগর আলীকে আজ শুক্রবার (১১ নভেম্বর) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে দুই বাড়িতে চুরির ঘটনায় চোর সন্দেহে ৫ জন গ্রেফতার

গাংনী উপজেলা শহরের চৌগাছা গ্রামে দুই বাড়িতে চুরির ঘটনায় চোর সন্দেহে ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।
এরা হলো গাংনী পৌর শহরের পূর্ব মালশাদহ গ্রামের মৃতু আব্দুস শুকুরের ছেলে আব্দুল হালিম (২১), গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের হারুন অর রশিদের ছেলে রবিউল ইসলাম (২১), পৌর এলাকার ফতাইপুর গ্রামের বাহারুল ইসলামের ছেলে নাহিদ হোসেন (১৯) একই গ্রামের মামুনের ছেলে জনি (৩০) ও ধর্মচাকী গ্রামের ইন্তাজুল হকের ছেলে রাশেদুল ইসলাম (২১)।
বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে গাংনী থানা পুলিশের একাধিক টিম পৃথক অভিযান চালিয়ে এই ৫ জনকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃত এসব আসামিদের নামে এর আগেও চুরির অভিযোগে একাধিক মামলা রয়েছে বলে পুলিশ জানান।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতারকৃতদের আজ শুক্রবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর আদালতে নেয়া হয়েছে। তাদের রিমান্ডের আবেদন করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, গতকাল (১০ নভেম্বর) সকাল ১০ টা থেকে বেলা ১ টা পর্যন্ত

সময়ের মধ্যে চৌগাছা গ্রামে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিস স্টাফ রোজিফা খাতুন ও ব্যবসায়ী আক্তারুজ্জামানের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। এতে ওই বাড়ি দুটি থেকে ১৫ ভরি ওজনের স্বর্ণালংকার ও নগদ ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা চুরির ঘটনা ঘটে।
এঘটনায় রোজিফা খাতুন বাদী হয়ে গাংনী থানায় ৪৫৪/৩৮০ ধারায় একটি চুরির মামলা দায়ের করেন যার নং ১৫, তারিখ ১১/১১/২০২২ ইং।